পাক্ষিক

আহমদী

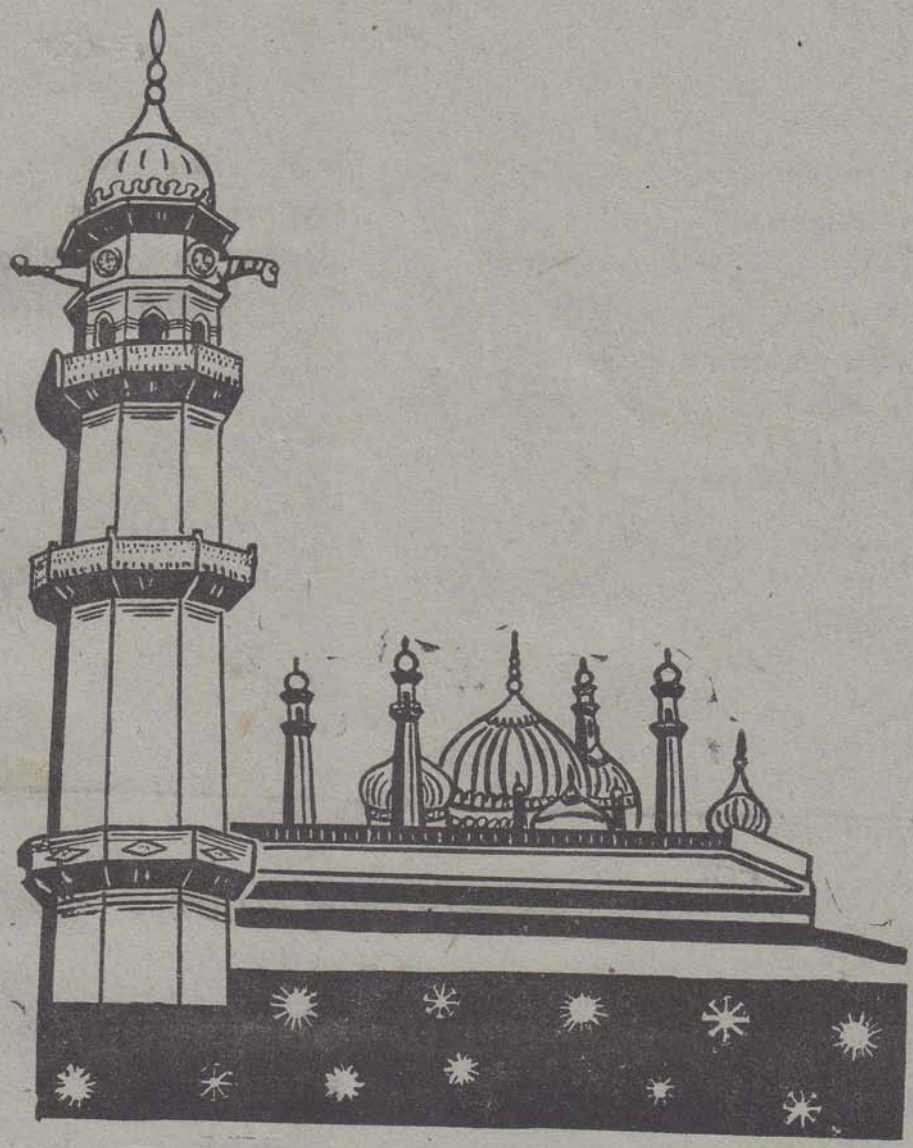

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২৩শ সংখ্যা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৩শ সংখ্যা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৮৯৯
হাদীস	অনুবাদক—বশির আহমদ	৯০১
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯০২
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	৯০৩
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী		৯১২
সংবাদ		৯১৩

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই এপ্রিল : ১৯৬৯ সন : ১৫ই শাহাদত : ১৩৪৮ হিজরী শামসী : ২৩শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

৬ষ্ঠ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৪। এবং (কিছুকাল পর মিশরের) বাদশাহ (নিজের সভাসদগণের নিকট) বলিল, নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) দেখি সাতটি স্থূলাকার গাভী উহাদিগকে সাতটি কৃশঙ্গ গাভী খাইয়া ফেলিতেছে এবং (আরো দেখি) সাতটি সবুজ (সরস) শস্যের শীষ এবং অপর (সাতটি) শুষ্ক। হে প্রধান

ব্যক্তিগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তবে আমার স্বপ্নের সঠিক অর্থ আমাকে বলিয়া দাও।

৪৫। তাহারা বলিল, (ইহাত) বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন এবং আমরা এইরূপ বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের অবগতি নহি।

৪৬। এবং সেই দুই কয়দীর মধ্যে যে মুক্তি লাভ করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পর (ইউসুফের) কথা তাহার স্মরণ হইল। সে বলিল, আমি আপনাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিব অতএব আপনারা আমাকে (জেলখানায় ইউসুফের নিকট) পাঠাইয়া দিন।

৪৭। (সে ইউসুফের নিকট গিয়া বলিল) হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! তুমি আমাদিগকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া দাও যে, সাতটি স্থূলকায় গাভীকে সাতটি কৃশঙ্গ গাভী খাইয়া ফেলিতেছে এবং সাতটি (সরস) সবুজ-শস্যশীষ এবং অপর সাতটি শুষ্ক। তাহা হইলে আমি ঐ লোকগণের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিব যেন তাহারা (তোমার সত্য-বাদিতা) অবগত হইতে পারে।

৪৮॥ সে বলিল তোমরা ক্রমাগত সাত বৎসর কৃষিকাজ করিবে। অনন্তর তোমরা (এই সময় মধ্যে) যে ফসল কাটিবে উহার যে সল্পাংশ তোমরা খাইবে তাহা ব্যতীত সমস্তই (না মাড়াইয়া) উহার শীষগুলিতেই রাখিয়া দিবে।

৪৯॥ অতঃপর এই সাত বৎসরের পর (আরও) সাতটি কঠিন (দুর্ভিক্ষের বৎসর) আসিবে। এই বৎসরগুলির জন্য তোমরা পূর্ব হইতে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ তাহা সমস্তই খাইয়া ফেলা হইবে তবে অল্প যাহা তোমরা (বীজের জন্য) রাখিয়া দিবে।

৫০॥ তারপর (এই দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর পর) এমন এক বৎসর আসিবে যাহাতে লোকদের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা (নানাবিধ ফলের) রস নিঃসারণ করিবে।

(ক্রমশঃ)

আশীষ চাও ধৈর্য ও প্রার্থনার সহিত ধৈর্য ধারণ করে যারা
আল্লাহ্ তাদের সংঙ্গে থাকেন। "আল-কোরআন"

॥ হাদিস ॥

ক্রোধ সংবরণ করা এবং ইহার ফযিলত

অনুবাদক—বশির আহমদ

১

ইব্‌নে সারাহ্‌, ইব্‌নে ওয়াহাব, সাইদ, আবু মারহুম, সাহ্‌ল এবং হযরত মায়াবিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যদি সেই ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে সংবরণ করিতে পারে যে তাহার ক্রোধকে পুরা করিবার মত শক্তি রাখে। তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা সেই ব্যক্তিকে ডাকিবেন এবং সমস্ত লোকদিগের সম্মুখে বলিবেন, "তোমার ইচ্ছামত যে কোন হুর পছন্দ করিয়া লও।" (সুনান আবু দাউদ)

২

আবু বকর বিন্‌ আবু সোয়েব, আবু মায়াবিয়া, আমেশ, ইবরাহিম, হারেছ এবং আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা পালোয়ান কাহাকে বল? লোকগণ বলিল, সেই ব্যক্তি যাহাকে কোন মানুষ চিত করিতে পারে না। তিনি বলিলেন, না! পালোয়ান সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নাফ্‌স (প্রবৃত্তি)-কে দমন করিতে পারে। (সুনান আবু দাউদ)

৩

ইউসুফ বিন্‌ মুসা, যারির বিন্‌ আবদুল হামিদ, আবদুল মালেক বিন্‌ আমির, আবদুর রহমান বিন্‌ আবি লায়লা এবং মায়ায বিন যাবাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট একে অন্যকে গালি গালাজ করিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন খুব রাগ দেখাইল আমি দেখিলাম যে তাহার ক্রোধ এত অধিক যে ক্রোধে যেন তার নাক পর্যন্ত ফাটিয়া যাইবে। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "আমি এই রকম একটি দোয়া জানি যাহা সে পড়িলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইয়া যাইবে।" সে বলিল হে রসুলুল্লাহ! সেই দোওয়াটি কি? তিনি বলিলেন اللهم انى اعوذ بك من الشيطان الرجيم তারপর মায়ায তাহাকে দোয়াটি পাঠ করার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন কিন্তু সে তাহা করিতে অস্বীকার করিল এবং আরও বেশী ঝগড়া করিতে শুরু করিল। (সুনান আবু দাউদ)

৪

আবুবকর বিন্‌ আবি শায়বা, আবু মায়াবিয়া, আমেশ, আদ্দি ইবনে ছাবেত এবং সোলায়মান বিন্‌ সুরাদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তি একে অন্যকে গালি গালাজ করিল তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির চক্ষু লাল হইতে লাগিল এবং গলার রগ ফুলিতে লাগিল (ক্রোধের উত্তেযোনায়)। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমি একটি দোয়া জানি। যদি সেই দোয়াটি এই ব্যক্তি পাঠ করে তাহা হইলে তাহার ক্রোধ দূর হইয়া যাইবে। দোয়াটি এই—:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

এই দোওয়া শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "আপনি কি আমাকে পাগল মনে করেন (সুনান আবু দাউদ)

৫

আহ্‌মদ বিন্‌ হাম্বল, আবু মায়াবিয়া, দাউদ, আবু হারব এবং আবু যারি (রাঃ) হইতে বর্ণিত

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত মসিহ মওউদ (আ)-এর অমৃতবাণী

আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে আমার উদ্দেশাবলী পূর্ণ করিতে হইবে। উহা এই যে, খোদার সমীপে আপন নিষ্ঠা এবং বিস্তৃততা প্রদর্শন কর এবং কোরআন শরীফের শিক্ষানুযায়ী আমল কর।

"মনে রাখিবে, সাধারণ দুনিয়াদার (সংসারসক্ত) লোক যেরূপে জীবন যাপন করে, আমাদের জামাত তদ্রূপ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যেমন, কেহ শুধু মুখে বলিয়া দিল যে, আমি এই সেলসিলায় প্রবেশ করিয়াছি, অতঃপর সে আমল ও সাধনার প্রয়োজন মনে করিল না, যেমন, দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ মুসলমানদিগের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমরা কি মুসলমান'? জবাবে বলে, 'শোক্‌র, আল-হামদুলিল্লাহ', কিন্তু তাহারা নামাজ পড়ে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহে। সুতরাং আমি তোমাদিগের নিকট ইহা কামণা করি না যে, তোমরা শুধু মৌখিক অঙ্গীকার কর, আর কার্য্যে পরিণত করিয়া কোন কিছু না দেখাও। ইহা নিষ্ক্রিয় অবস্থা, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা পছন্দ করেন না এবং দুনিয়ার এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এসলাহ্ (সংস্কার কার্য)-এর জন্য দাঁড় করিয়াছেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াও নিজের অবস্থার সংসোধন করে না এবং নেক কার্যে প্রেরণা ও কর্মশক্তির উন্নতি সাধন করে না, বরং মৌখিক অঙ্গীকার যথেষ্ট মনে করে, সে পক্ষান্তরে তাহার কার্যের দ্বারা আমার অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিয়মান করার চেষ্টা করে। অতএব, যদি তোমরা আপন কার্যের দ্বারা ইহা প্রতিয়মান করিতে চাও যে, আমার আগমণ অনাবশ্যক, তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ রাখার কি অর্থ হইতে পারে? আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(হাদিসের অবশিষ্ট্য)

হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ দাড়ান অবস্থায় রাগান্বিত হয় তখন সে যেন বসিয়া পড়ে। যদি ক্রোধ সংবরণ হয়, তবে ত ভাল নচেৎ যেন শুইয়া পড়ে।

(সুনান আবু দাউদ)

৬

বকর এবং হাসান, ইবরাহিম, আবু ওয়ায়েল কাজি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা উরওয়া বিন্ মোহাম্মদ সাইদ (রাঃ)-এর নিকট গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে এক ব্যক্তি কথা বলিতেছিল, যাহার কথা তাঁহাকে রাগান্বিত করিয়া তুলে। তিনি দাঁড়াইলেন এবং ওজু করিলেন এবং বলিলেন আমার দাদা হইতে আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ক্রোধ শয়তান হইতে আসে আর শয়তান আগুন হইতে তৈয়ার হইয়াছে এবং আগুন পানি দ্বারা নিভান হয়। যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেউ রাগান্বিত হয় তখন সে যেন ওজু করিয়া ফেলে।

(সুনান আবু দাউদ)

★

আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোনো বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস তিনটি স্তরে হইয়া থাকে। পবিত্র কুরআনে এই তিনটি স্তরের বিশ্বাসকে যথাক্রমে—

علم اليقين - عين اليقين - حق اليقين -

বলা হইয়াছে। (১) যুক্তিমূলক বিশ্বাস (২) পর্যবেক্ষণ-মূলক বিশ্বাস এবং (৩) অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) আল্লাহতায়ালার সম্বন্ধে এই তিন স্তরের বিশ্বাসের বিষয়টি বুঝাইতে আগুনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

১। আমরা দূর হইতে ধুঁয়া দেখিয়া উহার নীচে আগুন থাকার ধারণা করি। আগুন সম্বন্ধে আমাদের এই ভাবের বিশ্বাস যুক্তিমূলক।

২। ধুঁয়ার নিকটে গিয়া উহার তলে যখন আমরা আগুনকে স্বচক্ষে দেখি, তখন আগুন সম্বন্ধে আমাদের উন্নত ধরণের বিশ্বাস জন্মে। ইহা পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্বাস।

৩। যখন আমরা স্বয়ং অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নিদগ্ধ হইয়া যাই, তখন আমাদের আগুন সম্বন্ধে যে বিশ্বাস লাভ হয়, উহা অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস।

আগুনকে জানার ও মানার যেমন উপরুল্লিখিত তিন স্তর আছে, তেমনি আল্লাহ্তায়ালাকে জানার এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস আনার তিনটি স্তর আছে।

প্রথম পর্যায়ে আমরা যুক্তি দিয়া খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিতে পারি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, যাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার শক্তি ও মহিমার প্রকাশ হইয়াছে,

---

(অমৃত বাণীর অবশিষ্ট্য)

আমার উদ্দেশাবলী পূর্ণ করিতে হইবে এবং তাহা এই যে, খোদাতায়ালার সমীপে নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখাও এবং কোরআন শরীফের শিক্ষানুযায়ী সেইরূপে আমল কর, যেরূপে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবাগণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কোরআন শরীফের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি কর এবং উহা কার্য্যে পরিণত কর। শুধু মৌখিক অঙ্গীকার এবং কার্য্য-কর্মে আলো ও উৎসাহ বিহীনতা, খোদাতায়ালার নিকট যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্মরণ রাখিবে যে, আল্লাহ্তায়ালা যে জামাত কায়েম করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, উহা আমল ব্যতিরেকে সঞ্জিবীত থাকিতে পারে না। ইহা সেই মহাগৌরাবান্বিত জামাত, যাহার প্রস্তুতি হযরত আদম (আঃ)-এর সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এমন কোন নবী পৃথিবীতে আগমণ করেন নাই, যিনি এই 'দাওয়াত' (ঐশী আহ্বান) সম্বন্ধে সংবাদ দেন নাই। সুতরাং ইহার সমাদর কর। ইহার সমাদর এই যে, আপন কার্য্য-কর্মের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাও যে, আহ্লে-হক (সত্যনিষ্ঠগণ)-এর জামাত তোমরাই।"

(আল-হাকাম, ১৬ আগষ্ট ১৯০২ ইং)।

অনুবাদক—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ।

★

তাহাদের দেখিয়া আমরা দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারি।

পরবর্তী ধাপে আমরা স্বয়ং খোদার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করিতে পারি। এই স্তরে পৌঁছিয়া আমাদের সকল প্রশ্নের অবসান হইয়া যায়।

এখন আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস লাভ করিবার নিমিত্ত উপরুক্ত তিন পর্যায়ের প্রমাণের আলোচনা করিব।

যুক্তিমূলক প্রমাণ

এই পর্যায়ে আমরা দফায় দফায় ঐ সকল নীতি ও নিয়ম মূলে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ দিব, যদ্বারা কোন বস্তুকে সকলে সত্য বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে।

১। সর্ববাদী সম্মত স্বীকৃতি

যে সকল কথা মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সেইগুলিকে সকলে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। বিশ্বাসের এই যুক্তিকে মিঃ স্পেনসারের ন্যায় মহা নাস্তিকও স্বীকার করে।

সর্ববাদী সম্মত যত কথা জগতে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের বিশ্বাসটি সর্বপ্রধান। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, জঙ্গল, সাগর ও সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন দূর দূর দেশ ও এলাকায় অবস্থিত আদিম অধিবাসী এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌-তায়ালার অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যে সকল আদিম অসভ্য জাতির বংশধরগণ এখনও সভ্যতার আওতা হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া পুরাতন কিম্বদন্তী সমূহ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যেও আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

আমেরিকার মেক্সিকো ষ্টেটের আদিম অধিবাসী-গণকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন জাতি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তাহারা আজও তাহাদিগের পূর্ব পুরুষগণের প্রাচীন বিশ্বাস সমূহ রক্ষা করিয়া আসিতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহারা 'Awona wilona' (আওনা উইলোনা) নামে বিশ্বের এক সৃষ্টিকর্তাকে মানে। তাহাদের ধারণা অনুযায়ী যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। তিনি সকল পিতার পিতা এবং তিনি সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন।

আফ্রিকার স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন অতি পুরাতন জাতির বর্তমানে বংশধরগণের মধ্যেও অনুরূপ বিশ্বাস পাওয়া যায়। তাহারা 'নিয়োংমে' (Nyongmo) নামে এক স্রষ্টাকে মানে, যাহাকে তাহারা নিরাকার মনে করে এবং যিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাহারা বিশ্বাস রাখে।

ক্যানাডার আদিম অধিবাসীগণ এক খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে অরুণ্টা নামে এক পুরাতন জাতি আছে। তাহারা 'আণ্টজিরা' নামে এক খোদার উপর বিশ্বাস রাখে।

আফ্রিকা মহাদেশের যুলুগণ 'উঙ্কুলিঙ্কিটলু' নামে এক বিশ্বপিতাকে মানে।

তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুগণ ব্রোন, পরমেশ্বর, পরমাত্মা ইত্যাদি নামে এক সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ অস্তিত্বে বিশ্বাসী। একমেবাদ্বিতীয়ম তাহাদের মূলমন্ত্র; তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিমূল।

ইউরোপের অষ্ট্রিয়া দেশের আদিম অধিবাসীগণ 'নূরেণ্ডেটার' নামে এক বিধানদাতা খোদার বিশ্বাসী।

দুম্বু নামে এক পুরাতন জাতি 'নূরেলী' নামে এক সর্বশক্তিমান অস্তিতের আরাধনা করিয়া থাকে।

পশ্চিম আফ্রিকার অতি পুরাতন বণ্টু জাতি 'নিযাম্বী' নামে এক বিশ্ব স্রষ্টার বিশ্বাসী।

বাবল (বেবিলন) রাজ্যের এক অতি প্রাচীন বাদশাহের এক দোয়া পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে এক

অনাদি ও অনন্ত, সর্বশক্তিমান, প্রেমময় খোদার প্রতি আবেগপূর্ণ নিবেদন রহিয়াছে।

মোট কথা জগতে যত জাতি আছে, তাহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন নামে এক আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থানে নাস্তিকগণের এক আপত্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক এবং একাধিক খোদার ধারনাকে খোদার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি-স্বরূপ পেশ করে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, খোদার সংখ্যার মধ্যে মতভেদ প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে খোদা বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। ইহা মানুষের কল্পনার সৃষ্টিমাত্র। আদিতে যখন মানুষ অসহায় অবস্থায় ছিল এবং তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় ছিল না, তখন তাহারা নানাপ্রকার হিংস্র জীব জন্তু, কাল্পনিক ভূত-প্রেত ইত্যাদির ভয়ে সদা ভীত ও সন্ত্রস্থ থাকিত। এই সকল বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা ভয়ের বস্তুগুলিকে পূজা করিত। ইহাতে যত ভয়ের বস্তু তত দেবদেবী হইয়া যায়। পরে ক্রমঃ বিকাশের ধারায় তাহাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে তাহারা এক খোদার অস্তিতে বিশ্বাসী হয়।

নাস্তিকগণের উক্তরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তিকর। খোদার সংখ্যার মধ্যে মতভেদ খোদা না থাকার প্রমাণ যোগায় না বরং খোদা থাকার অভ্রান্ত প্রমাণ যোগায়। এতটুকু বলা যাইতে পারে যে কোথাও ভুল হইয়াছে এবং সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

সর্বাপেক্ষা যেগুলি বেশী ভয়ের বস্তু আমরা সেগুলির তেমন পূজার ব্যবস্থা দেখি না, যেমন ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, ইত্যাদি পরন্তু এমন সব বস্তুর পূজার ব্যবস্থা দেখি যেগুলির দ্বারা ব্যাহতঃ ভয়ের কোনই কারণ নাই যেমন সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি। সুতরাং ভয়ের বস্তুগুলিকে আদিম মানবগণ পূজা করিত এবং সেই সকল কুসংস্কার হইতে খোদার অস্তিত্বের বিশ্বাস আসিয়াছে বলিয়া নাস্তিকগণের যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বহু দেব দেবীতে বিশ্বাসী জাতিগণের বিশ্বাস ও ধারণা সমূহের বিশ্লেষণ করিতে দেখা যাইবে যে, তাহারা বিনা ব্যতিক্রমে সকল দেব-দেবীর উর্ধে এক অনাদি অনন্ত নিরাকার সর্বশক্তিমান সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। দেবদেবীকে তাহারা তাঁহার অধঃস্তন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তৃরূপে ধারণা করে। উপরে আলোচিত প্রাচীন হইতে প্রাচীনতম আদিম জাতিগণের মধ্যে এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টি কর্তার বিশ্বাস একাধিক খোদার অস্তিত্বকে খণ্ডন করিতেছে এবং খোদার সংখ্যা এক হওয়া নির্ধারণ করিতেছে।

বস্তুতঃ প্রথমে এক খোদার শিক্ষা আসে এবং পরে মানুষ যখন ধর্মচ্যুত হয়, তখন সে বিভিন্ন বস্তুর পূজা আরম্ভ করিয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলাম সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং ঐতিহাসিক ধর্ম। ইহা শেরকের সহিত আপোষহীন সংগ্রাম করিতে এবং পূর্ণ তৌহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা দিয়াছে। অথচ আমরা দেখি গত চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে কালক্রমে মুসলমান জাতির মধ্যে পীর পূজা, কবর পূজা, ইত্যাদি দেখা দিয়াছে। সকল ধর্মের মধ্যে অনুরূপ অবস্থা অতীতেও হইয়াছে। সুতরাং নাস্তিকগণের কথা অনুযায়ী শেরক আগে এবং তৌহিদ পরে নহে, পরন্তু ঘটনা দৃষ্টে তৌহীদ আগে এবং শেরক পরে আসা পতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে আদিম মানব জাতির জন্য নিজ হইতে পূজার পদ্ধতি উদ্ভাবন করাও সম্ভবপর ছিল না। তাহাদিগকে যে সব হিংস্র জন্তুর মোকাবেলা করিতে হইত, তাহারা কাহারও কাতুরুক্তি বা প্রার্থনায় শিকার ছাড়িয়া দিত না। সূর্য এবং তারকার নিকট হইতেও আরাধনার পদ্ধতি শিখিবার কোন উপায়

নাই। অতএব কাহার নিকট এবং কি প্রকারে কোন অভিজ্ঞতার দ্বারা আদিম মানব জাতি পূজা করিতে শিখিল? যাহার আরাধনা, তিনি ছাড়া অপরের দ্বারা ইহা শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নহে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভূত প্রেত, সূর্য নক্ষত্র ইত্যাদি কেহই এবং কিছুই কাহাকেও আরাধনা শিখাইতে বা কাহারও আরাধনা লইতে ও প্রার্থনা পূর্ণ করিতে জানে না ও পারে না, যাহার আরাধনা এবং যিনি উহা গ্রহণ করেন, তিনিই উহা শিক্ষা দিতে পারেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালাই মানবকে যুগে যুগে তাহার আরাধনা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। মানব যখন অধঃপতিত হয়, তখন সে কল্পিত বস্তুর প্রতি আরাধনার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার করে। তখন আবার তিনি তাহাদিগের সংশোধনের ব্যবস্থা করেন যেমন এ যুগেও তিনি গ্লানি ও ভ্রান্তি দূর করিবার ব্যবস্থা ইসলামে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দ্বারা করিয়াছেন। সুতরাং আরাধনা শিক্ষার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিলেও এক খোদা সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। বিশ্বের একাধিক খোদা থাকিলে তাহাদের মধ্যে সংঘট উপস্থিত হইত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন— ঃ

وما كان معه من اله اذ ذهب كل اله
بما خلق و لعلا بعضهم على بعض

"তাহার সহিত আর কোনও খোদা নাই, (যদি থাকিত) তাহা হইলে প্রত্যেক খোদা আপন আপন সৃষ্টিকে নিশ্চয় ছিনাইয়া লইত, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যদের সুনিশ্চিতভাবে কাবু করিয়া ফেলিত।"

এখন প্রশ্ন এই যে বিভিন্ন যুগে এইভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন জাতি সমূহ কিভাবে এবং কাহার মারফৎ আল্লাহ্‌তায়ালার সংবাদ পাইল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

ان هذا لفى الصحف الاولى -

"ইহা পূর্ববর্তী ধর্ম শাস্ত্র সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।" (সুরা—আল আ'লা)

যাঁহারা এ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহারা আল্লাহর রসুল ছিলেন। প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন।

و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا
الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ط فسيروا
فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة
المكذبين -

"এবং আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল আবির্ভূত করিয়াছিলাম শিক্ষা দিতে, 'আল্লাহর উপাসনা কর এবং দৈত্যকে পরিহার কর।' তাহাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ্‌ হেদায়েত করিলেন এবং তাহাদের কতক ধ্বংসের যোগ্য হইয়া গেল। পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখ, এবং যাহারা নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন কর।" (সুরা নহল ৫ম রুকু)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়াছেন যে, অতীতে প্রত্যেক জাতির মধ্যে তিনি রসুল পাঠাইয়াছেন। ঐ সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাস আনয়ণকারী দল বাঁচিয়া যায় এবং খোদাকে অবিশ্বাসীর দল ধ্বংস হইয়া যায়। এই সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা উপরে যে সকল আদিম জাতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহারাই উক্ত আয়াত বর্ণিত বিশ্বাসীদের বংশধর। আজও তাহারা উক্ত আয়াতের সাক্ষ্য দিতে তাহাদের নবীর শিখানো জাতির ভাষায় খোদার প্রিয় পুরাতন নামটি ভুলিয়া যায় নাই। উহা আজও তাহাদের জপমালার মন্ত্র। কিন্তু যাহারা

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের কোন বংশধর কোন পুরাতন বার্তা বা কিংবদন্তী লইয়া আজ নাস্তিকগণের সহায়তা করিবার জন্য বাঁচিয়া নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে নির্বংশ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের এই যুক্তি ঘটনা মূলে অকাট্য।

অবিশ্বাসীগণের যদি আজ কোন বংশধর থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে অবিশ্বাসীগণকে অভিশাপ দিবার জন্য তাহাদের বিশ্বাসী সন্তানের মারফৎই রহিয়াছে। আবু জেহেলের বংশ, তাহার বিশ্বাসী সন্তান আকরামার নামে পরিচিত রহিয়াছে। আবু জেহেলের বংশধর হইয়াও তাহারা নিজদিগকে আবু জেহেলের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবে না বরং আবু জেহেলের নামে তাহারা অভিশাপই দিবে।

২। নির্ভরশীলতা

প্রত্যেক অপূর্ণ বস্তু অপর এক বস্তুর সাহায্য ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না এবং উহা স্থায়ীর জন্য প্রতি মুহূর্তে অপর এক বস্তুর উপর নির্ভরশীল থাকিতে বাধ্য। ইহা এক মৌলিক সত্য।

আমরা এই মহা বিশ্বে যে কোন বস্তু বা প্রাণীকে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, উহা তাহার অস্তিত্ব এবং স্থায়ীত্বের জন্য অপর বস্তু নিচয়ের উপর নির্ভরশীল এবং সেগুলি আবার অপর বস্তু সমূহের উপর নির্ভরশীল। এইভাবে নির্ভরশীলতার অশেষ শৃংখলে এক বস্তুর সহিত অন্যান্য বস্তু, এক প্রাণীর সহিত অপরাপর প্রাণী এবং প্রাণী ও বস্তু জগত পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বাধনে বাধা রহিয়াছে। কেহ এবং কিছুই এই বন্ধন হইতে মুক্ত নহে। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সকলেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবী সূর্যের উপর, সূর্য দৃশ্যমান (Stellar Region) নক্ষত্র জগতের উপর, উহা আবার অপর এক নক্ষত্র-জগতের উপর, নীহারিকা নীহারিকপুঞ্জের উপর, নক্ষত্র ও নীহারিকা-জগত-সমূহ নক্ষত্র ও নীহারিকা-জগত-গুচ্ছের উপর, এই ভাবে দূর হইতে দূরান্তরে যত জগত আছে, সর্বত্রই নির্ভরশীলতার শৃঙ্খল দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া গিয়াছে। ঈদৃশ নির্ভরশীলতার একটানা একটি তারে কোন সে মহা এক সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক বন্ধন এক বন্ধনদাতার মুখাপেক্ষী। সুতরাং সারা সৃষ্টিকে আবেষ্টনকারী নির্ভরশীলতার মহা বন্ধন নিয়ত এক মহা বন্ধনদাতার মুখাপেক্ষী। সারা স্থিতি ব্যাপিয়া প্রতি অণুতে পরমাণুতে এবং সাগরে ভূধরে, গগনে গগনে এবং ভুবনে ভুবনে, তারকায় নীহারিকায় এবং জগত গুচ্ছে গুচ্ছে, আত্মায় আত্মায় এবং প্রতি প্রাণ বিন্দুতে বিন্দুতে "অবলম্বন দাও", "অবলম্বন দাও" বলিয়া সর্বকণ্ঠে মিলিত যে মহা ডাক ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইতেছে, উহাকে কে সামাল দিতেছে? নির্ভরশীলতার ক্রমঃ সম্প্রসারিত রজ্জুর শেষ প্রান্ত কাহার অভাব মোচনকারী কল্যাণময় হস্তে গিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে? সেই মহান স্বত্বা কে? তিনি নিজেই পবিত্র কুরআনে এই প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর দিয়া নিজ পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— ঃ

يسئله من فى السموت و الارض كل يوم
هو فى شان

"আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার নিকট যাচনা করে"। তিনি (সকলের যাচনা পুরণে) সদা গৌরবোজ্জ্বল।"
(সূরা রহমান ২য়—রুকু)।

قل هو الله احد * الله الصمد * لم يلد
و لم يولد * و لم يكن له كفوا احد *

"বলঃ তিনি আল্লাহ্, পূর্ণ এক। আল্লাহ্, অভাব মুক্ত, স্বাধীন এবং সকলকে অবলম্বন প্রদান-কারী

আশ্রয় দাতা। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না এবং তিনি কাহারও দ্বারা জাত নহেন। কেহই এবং কিছুই তাঁহার ন্যায় নহে।" (সুরা এখলাস)।

জন্ম নেওয়া বা দেওয়া, উভয়ই অসম্পূর্ণতা নির্দেশক। অপূর্ণ অবলম্বন চাহে। সুতরাং অপূর্ণ কখনও স্থিতির পূর্ব অবলম্বন দাতা হইতে পারে না। এরূপ হইলে তাহাকে আবার অন্যের উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। কিন্তু যিনি পূর্ণ এক, তাঁহার অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। তিনি জন্ম নেওয়া দেওয়ার উর্ধে। তিনি সকল প্রকার অবলম্বনের প্রয়োজনের উর্ধে এবং সকল অভাব হইতে মুক্ত। তিনি দৃষ্টান্ত বিহীন। এইরূপ স্বত্বাই সকলকে সৃজন করিতে, অবলম্বন দিতে ও ধারণ করিতে সক্ষম। এইরূপ মহান স্বত্বা না থাকিলে, সৃষ্টিকে কে অবলম্বন দিতে পারিত? সারা সৃষ্টি নির্ভরশীলতার যে রজ্জুতে আবদ্ধ, উহাকে তিনি তাঁহার অবলম্বন দানকারী হস্ত হইতে কিছুমাত্র শিথিল করিয়া দিলে, বিশ্বে ক্ষণিকে প্রলয় উপস্থিত হইত। এই মহা সত্যকে কে অস্বীকার করিতে পারে? একটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠকের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানবকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দিয়া সৃষ্টির প্রধান করিয়াছেন। এক নবীর মারফৎ শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হইবার পর, মানব জাতি যখন কিছুকাল পরে তাহাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে, তখন সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে। এমন সময়ে সেই মহা অবলম্বন দাতা খোদাকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তিনি ভ্রান্ত জাতির স্বাধীনতার রজ্জুকে টানিয়া ধরিতে নবী প্রেরণ করিয়া থাকেন। সংশোধনে অসম্মত দলকে তিনি বিনাশ করিয়া নূতন শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া দেন। তাঁহার সকরুণ হস্তের ঈদৃশ প্রকারের হস্তক্ষেপের ঘটনা পৃথিবীতে বারে বারে ঘটিয়া আসিতেছে। তিনি যদি দুঃস্থ মানব জাতিকে তাহাদের অসহায় অবস্থায় নবীরূপ অবলম্বন দ্বারা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠ হইতে মানব ও মানবতার অস্তিত্ব বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

সুতরাং নির্ভরশীলতার অশেষ শৃংখল যে মহান এক ও অদ্বিতীয় স্বত্বার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ দিতেছে, কোন যুক্তিমান তাঁহাকে অস্বীকার করিবে? সুরা এখলাসের মধ্যে যে সর্ব অভাবহারা অবলম্বন-দাতার পরিচয় অকাট্য যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, কে উহা খণ্ডন করিতে পারে?

(৩) ক্রমঃ বিকাশের নিয়ম

বিশ্ব জগতকে আমরা আজ যে আকারে দেখিতেছি, উহা প্রথম দিন হইতেই এই আকারে চলিয়া আসিতেছে না। প্রথমে অতি সূক্ষ্ম পরমাণু সকল ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসরের আবর্তন বিবর্তনে ওগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে দুই, দুই হইতে চার, চার হইতে আট, আট হইতে ষোল ইত্যাকার ভাবে কোষ বিশিষ্ট হইয়া বাড়িতে থাকে। এইভাবে বাষ্পবিন্দু জমিয়া সমুদ্র এবং জড় বিন্দু সমূহ মিলিত হইয়া ভূভাগের সৃষ্টি করিল। পরবর্তী ধাপে জল ও জড়বিন্দুর সংমিশ্রেণে প্রাণ বিন্দুর উদ্ভব হয়। ইহার পর উদ্ভিদ ও জীব জগতের সৃষ্টি হয়। উন্নতির ধারা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাক। ফলে উন্নত হইতে উন্নতর ধরণের জীব ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতে থাকে। শেষের দিকে বানর এবং বানর হইতে আর ও কতিপয় জীব এবং পরিশেষে মানুষের সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের মতে এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণী ক্রমেঃ উন্নতি করিতে করিতে মানুষে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টির সম্বন্ধে এই মতবাদ পেশ করিয়া তাহারা বলিতে চাহে যে, সৃষ্টি আপনা-আপনি এই ভাবে চলিতেছে, ইহার জন্য কোন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালাও

জানাইয়াছেন যে, ক্রমঃ বিবর্তনের নিয়মে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু নাস্তিকগণ যে ধারায় কহে, সে ধারায় নহে। পবিত্র কুরআনে ক্রমঃ বিবর্তনের ধারাকে পর্বত শ্রেণীর সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। পর্বত শ্রেণীর দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমে ছোট ঢিপি, ইহার পর টিলা এবং তাহার পর উচ্চতর টিলা ক্রমেঃ উচ্চরত হইয়া সর্বাচ্চ শৃঙ্গে পৌছিয়া পূনঃ উচ্চতা কমিতে কমিতে সব জমিনে নামিয়া গিয়াছে। প্রাণী জগতের সৃষ্টি অনুরূপ ধারায় হইয়াছে। প্রথমে নিম্ন শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হইয়াছে, উহার পরে কিছু উচ্চ শ্রেণীর, উহার পর আরও উচ্চ শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হইয়াছে। এইভাবে উন্নত হইতে উন্নততর ধরণের জীবের ধারা অব্যাহত থাকিয়া পরিশেষে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। মানবের আবির্ভাবের পরে আবার গৃহপালিত নিম্ন হইতে নিম্নতর জীবের উদ্ভব হইয়া পর্বতের দৃষ্টান্ত পূর্ণ করিয়াছে। এই সৃষ্টির ধারা এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই, বরং লক্ষ লক্ষ বৎসরে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। এতদ্ব্যারীকে এক প্রাণী হইতে অপর প্রাণীর উদ্ভব না হইয়া পর্বতের প্রত্যেক ঢিপি, টিলা এবং শৃঙ্গ যেমন একই তলে অবস্থিত না হইয়া প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক তলের উপর দণ্ডায়মান, তদ্রূপ প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব সতন্ত্র পর্যায়ে সতন্ত্র ভিত্তিতে হইয়াছে। যেমন আবহাওয়া বদলাইয়াছে, এক এক পর্যায়ের অনুকুল আবহাওয়ায় এক এক শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হইয়াছে। আবহাওয়া যখন একান্ত বিষাক্ত ও ঘোলাটে ছিল, তখন নিম্নতম শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হইয়াছে, যখন উহা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, তখন এক স্তর উচ্চ শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হইয়াছে। এই ভাবে পরিশেষে আবহাওয়া যখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং সৃষ্টির সেরা মানবের থাকার জন্য অনুকুল হইয়াছে তখন তাহার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার পর তাহার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহপালিত জিবের উদ্ভব হইয়াছে। মোট কথা বানর বানরের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং মানুষ মানুষের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বানরের বীজ হইতে মানব উৎপন্ন হয় নাই। এইভাবে প্রত্যেক জীবের উৎপত্তি পৃথক পৃথক ভিত্তিতে হইয়াছে। কিন্তু মানবের বিষয়ে এক বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিবার আছে, যাহা অপর কোন জীবের জন্য নাই। প্রাণীজগতে প্রগতি প্রথমে দেহের উৎকর্ষের ধারায় পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন হইতে উন্নত এবং উন্নততর দেহধারী জীব সমূহের ধারা-বাহিক উদ্ভব হইতে হইতে দৈহিক উৎকর্ষ মানবে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। সৃষ্টি যদি অন্ধ প্রকৃতির কাজ হইত এবং ইহার নিয়ন্ত্রনকারী কেহ না থাকিত, তাহা হইলে এই ধারা বন্ধ না হইয়া প্রকৃত যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া যাইত এবং ক্রমঃ উন্নততর দেহধারী জীবের উদ্ভবের ধারা অব্যাহত থাকিত। প্রশ্ন উঠে যে কেন এ ধারা এখানে বন্ধ হইল?

এক কারণ ইহা হইতে পারে যে প্রকৃতি যন্ত্রে কোন দোষ ঘটিয়াছে অথবা কেহ এখানে সীমা রেখা টানিয়া দিয়াছে। সীমা নির্দেশকারী এ ধারার যে গন্তব্য এখানেই শেষ করিয়া দিয়াছে। যদি ক্রমঃ বিকাশের ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাইত তাহা হইলে বুঝা যাইত যে যন্ত্রে দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু ক্রমঃ বিকাশের ধারা পরিবর্তিত হইয়া যদি অন্য কোন পথে পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যন্ত্রে কোন দোষ ঘটে নাই, বরং এ যন্ত্রের কোন যন্ত্রী আছেন, এবং তিনিই এ ঘটনা ঘটাইয়াছেন। ক্রমঃ বিকাশের ধারা, যে দেহকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, উহা গঠিত হইয়া যাওয়ায় উহার গতি আর উর্ধে উঠে নাই। কোটি

কোটি বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উদ্ভবে যে নিয়ম কাজ করিয়া আসিতে ছিল, উহা যাহার মধ্যে আসিয়া মস্তক নামাইয়া দিয়াছে, নিশ্চয় সে সৃষ্টির চূড়ামণি। আসুন পাঠক! আমরা এখন এ কথার যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

প্রাণী জগতের উপর আগাগোড়া নজর ফিরাইলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানব জীব জগতে এক অপূর্ব স্থানে অধিষ্ঠিত। অপর সকল জীবের জীবন আহার, বিশ্রাম, মলমূত্র ত্যাগ এবং জলন-ক্রিয়ার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সৃষ্টির প্রথম দিন তাহারা যে অবস্থায় ছিল, আজও তাহারা সেই অবস্থায় আছে। কোন উন্নতি, কোন প্রগতির প্রকাশ তাহাদের মধ্যে নাই। সকলেই স্ব স্ব স্থানে যেন কোন মহারাজের খেদমতের জন্য স্থির, নিশ্চলচিত্তে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান! তাহারা সমবেতভাবে যেন উর্ধের কোন অনুস্মরনীয় আদেশে সেই মহারাজের জন্য প্রগতির পথ ছাড়িয়া দিয়াছে?

কিন্তু মানব, তাহার কি অবস্থা? ক্রমঃ-বিকাশের যে ধারা জীবদেহের কাঠামো দিয়া এতকাল প্রবাহিত ছিল, উহা সহসা তাহার পুরাতন গতিপথ ছাড়িয়া মানবের মস্তিষ্ক ও আত্মাকে আশ্রয় করিল। তাহার জন্য বুদ্ধি ও প্রেরণার ব্যবস্থা হইল। এতদুভয়ের সাহায্যে যে প্রাণী ও বস্তু-জগতের প্রভু সাজিয়া বসিল। জড়শোনে উন্নতি সাধনের সহিত সে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভেরও অধিকারী হইল। সতত সে উন্নতিশীল। তাহার কর্মজীবনের পরিধি সদা সম্প্রসারণশীল এবং সীমাহীন। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক, উভয় মার্গে প্রগতির ধারা তাহার জীবনে অব্যাহত গতিতে প্রবাহমান ক্রমঃবিকাশের জড়-স্রোতকে কে এইভাবে ভিন্ন গতি দিল? ক্রমঃবিকাশের ধারাকে দৃশ্যমান জগৎ হইতে মোড় ফিরাইয়া কে সূক্ষ্ম ও সদৃশ্য জ্ঞান ও আত্মিক জগতে পরিচালিত করিয়া বিশ্বে এক অভিনব আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে? প্রাণী জগতে কে এবং কি উদ্দেশ্যে এ বৈচিত্র ঘটাইল? মানব জীবনে প্রকাশিত এই বৈশিষ্ট কি এক মহা প্রজ্ঞাময় ও শক্তিশালী উদ্দেশ্যময়ের সন্ধান দিতেছে না? অন্ধ প্রকৃতির সহিত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার কি সম্বন্ধ আছে?

মানব ব্যতীত অপর সকল প্রাণীর দেহ বিধান তাহাদের সীমাবদ্ধ জীবনের জন্য সংক্ষিপ্ত কৌশলে সৃষ্ট এবং তাহাদের লালন পালন এবং পরিধারনের ব্যবস্থাও সরল ও সহজ। তাহার শৈশবকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনে সক্ষম হয়। যে বানরকে বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের পূর্ব পুরুষ বলিয়া থাকে, তাহারও জন্য এই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নাই।

কিন্তু মানবদেহ বিধানের সৃষ্টি কৌশল এবং জীবন যাত্রার প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অপরাপর জীবের সহিত তাহার পার্থক্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিস্ময় বিহ্বল হইতে হয়। প্রত্যেক জীবের জন্য তাহার দেহে মোটামুটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে। কাহারও সিং আছে, কাহারও লম্বা চঞ্চু আছে, কাহারও দন্ত আছে, কাহারও ধারাল নখর আছে কাহারও শুঁড় আছে, কাহারও বিষ আছে, এইভাবে প্রত্যেক জীব নিজেকে এক সীমা পর্যন্ত শত্রুর মোকাবেলায় আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম। প্রত্যেক জীব-শিশু অতি অল্পকাল মধ্যে এই সকল দৈহিক আত্মরক্ষার উপকরণ ব্যবহারে সক্ষম হয়। কিন্তু মানব-শিশুকে অপর সকল জীবের তুলনায় একান্ত দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার দেহবিধানে আত্মরক্ষার কোন বিধানই নাই। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এমন আকারে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, সেগুলির দ্বারা সে বহু হিংস্র ও প্রাণঘাতী জীবজন্তু ও বিপৎপাত পরিবেষ্টিত জগতে অসহায় এবং আত্মরক্ষার অসমর্থ। এমন কি বড় হইয়াও সে দৈহিকভাবে অসহায়ই থাকিয়া যায়।

কিন্তু ক্রমঃ-বিকাশের নিয়মের পরিবর্তিত ধারা সিথিলতা প্রাপ্ত বুদ্ধিও প্রেরণা দ্বারা সে সকল দুর্বলতাকে জয় করিয়া ফেলে। বুদ্ধির দ্বারা নূতন নূতন প্রকারের বিপদকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সে নূতন নূতন যন্ত্রও ব্যবস্থার আবিষ্কার করে। সুতরাং তাহার দৈহিক অসহায়তা তাহার বুদ্ধিকে প্রকাশিত হইবার জন্য পথ করিয়া দিয়াছে। দৈহিকভাবে তাহাকে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাহাকে সচল বুদ্ধির পরিচালনার দ্বারা মহা শক্তির অধিকারী হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় হস্তপদ, দন্ত, নখর ইত্যাদি দেওয়া হইল, সে তাহার আবদ্ধ কাজের জন্য অসহায় হইয়া পড়িত। তাহার হিংস্র হস্ত লেখার অযোগ্য হইত এবং শিক্ষালাভ করিতে অক্ষম হইত। শিক্ষা লাভ তাহার জন্য উন্নতির সীমাহীন পথ খুলিয়া দিয়াছে। তাহার হস্তকে আত্মরক্ষার্থে অসহায় করিয়া জ্ঞান অর্জনের উপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহার সুক্ষম ও প্রজ্ঞপূর্ণ পরিকল্পনা মানবের অসহায়তাকে এইভাবে শক্তির কারণ করিয়া দিয়াছে এবং তাহার প্রয়োজনের উপযোগী বস্তু নিচয়ের পূর্ব হইতে প্রকৃতি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে? একি অন্ধ প্রকৃতির কাজ?

আমরা আরও লক্ষ করিলে দেখিতে পাই যে মানব শিশুকে অপরাপর জীবের বিপরীত একান্ত অসহায় ভাবে সৃষ্টি করিয়া সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাকে দৈহিক পরিবর্ধন এবং পরে শিক্ষ লাভের জন্য নির্ভরশীল করিয়া রাখা হয়। প্রাণী জগতে একমাত্র তাহার জন্য এ বৈচিত্রের অবতারনা কেন? একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সীমাহীন উন্নতির জন্য যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার শিক্ষাকাল সুদীর্ঘ হওয়া চাই। যাহাকে প্রগতির জন্য সমাজের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহার প্রকৃতির মধ্যে নির্ভরশীলতা ও সহোগীতার বৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহার শৈশব, বাল্য এবং যৌবন কালকে নির্ভর-শীল করার প্রয়োজন ছিল। ইহার পরেও বাকি জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে বিভিন্ন রূপে নির্ভরশীল করিয়া তাহার জন্য উন্নতির পথকে সুগম করা হইয়াছে। যে যত বেশী উন্নতি করে তত বেশী অভাবী ও অসহায় হইয়া অধিকতর নির্ভরশীল হইতে থাকে। উক্তভাবে তাহার মর্মে মর্মে নির্ভরশীলতার বীজ দৃঢ়ভাবে প্রোথিত না করিয়া দিলে, সে স্বাধীন ভাবে চলিতে চাহিত। তাহা হইলে মানবের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া যাইত এবং সে অপরাপর জীবের ন্যায় এক শ্রেণীয় জীব হিসাবে থাকিয়া যাইত।

পুনঃ মানবজাতি যখন সমগ্রভাবে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়া মহা সংকটের সম্মুখীন হয় তাহার বুদ্ধি অচল হইয়া যায়, তখন উদ্ধারের জন্য তাহার নির্ভরশীল প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে এক মহা অবলম্বনদাতাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। তখন সময় করুণাময় সৃষ্টিকর্তা তাহার ব্যাকুল ডাকে সাড়া দিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। তখন সে কৃতজ্ঞতাভরে তাহার প্রেমে অনুরাগী হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের নব অভিষেক লাভ করিয়া অনন্ত আলোক-ময় জীবনের পথে আগাইয়া চলিতে থাকে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাহার দেহের অসহায়তা বুদ্ধির দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে এবং তাহার বুদ্ধির অসহয়তা আধ্যাত্মিকতা দিয়া পুরণ করা হইয়াছে। প্রথম ব্যবস্থা তাহাকে দৈহিকভাবে সারা সৃষ্টির উপর প্রভূত্ব আনিয়া দিয়াছে এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থা তাহার বুদ্ধিকে সমুজ্জল করিয়া নব নব সভ্যতা ও কৃষ্টির পথে প্রগতিশীল করিয়াছে ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রভূত্ব দিয়াছে। কে তাহার দেহের অসহায়তা দুর করিতে তাহার মধ্যে বুদ্ধির

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

একটি ভবিষ্যদ্বাণী

'স্মরণ রাখিও, খোদাতায়ালা আমাকে সাধারণ-ভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে উহার খোঁজ মিলে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে একি হইতে চলিল? শুধু ভূমিকম্পই নয় বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে, কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপরিদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত; পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতায়ালার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা, যাহা বহু দিন যাবত লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশ হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন:

"কোন সাবধানকারী প্রেরণ না করিয়া আমরা কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" (কোরআন শরীফ)।

অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে।

(হকীকাতুল-ওহী, ২৫৬—২৫৮ পৃঃ ১৯০৬ খৃঃ)

(আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের অবশিষ্ট)

সৃষ্টি করিল এবং তাহার বুদ্ধির অসহায়তা দূর আধ্যাত্মিতার সৃষ্টি করিল? সারা প্রাণী জগতকে এই দুই মহা দান হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের উপর প্রভু করিতে কে একমাত্র তাহাকেই এই দুই মহাদানে ভূষিত করিয়াছে? এক সর্বশক্তিমান উদ্দেশ্য ময় সৃষ্টিকর্তা ব্যাতিবেকে কি অন্ধ প্রকৃতির দ্বারা মহা উদ্দেশ্যে ভরা অভিনব ব্যবস্থা সম্ভব? আত্ম প্রকৃতি কি বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করিতে এবং এতদুভয়কে ক্রমঃ বিকাশ দিতে সক্ষম? তাহা হইলেতো বাকি সকল জীবও প্রগতিশীলতার হারে উক্ত দুই মহাদানে অংশীদার হইত।

"আমরা জিন (উগ্র-স্বভাব বিশিষ্ট মানব) এবং ইনসান (নম্র-স্বভাব বিশিষ্ট মানব)-কে সৃষ্টি করি নাই পরন্তু আমার আরাধনা করিবার জন্য।"

ক্রমঃ-বিকাশের নিয়ম সকল প্রাণীর মধ্যে একই ধারায় প্রবাহিত। কিন্তু মানবের জন্য উহা বিধির ধারায় প্রবাহিত। যথা—প্রথম দেহে, দ্বিতীয় বুদ্ধিতে এবং তৃতীয় আধ্যাত্মিকতায়।

সুতরাং ক্রমঃ বিকাশের নিয়ম এক সর্বশক্তিমানও মহান এবং প্রজ্ঞা, প্রেম ও উদ্দেশ্যময় অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ দিতেছে।

আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই নিয়মের বরাত দিয়া নিজ পরিচয় জানাইয়াছেন - خلقكم أطوارا

"আমি তোমাদিগকে ক্রমঃ-বিকাশের ধারায় সৃষ্টি করিয়াছি।" (সুরা নূর—১ম রুকু)।

ক্রমঃ-বিকাশের ধারায় আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। উহার ক্রমঃ-বিকাশ জড়ের জন্য নহে বরং উহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য। ভবিষ্যতের এবং বিধ প্রয়োজনের খবর অন্ধ প্রকৃতি কিভাবে পাইল? এই বিষয় কি ভূত ভবিষ্যত ও বর্তমানের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন এক সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দিতেছে না? (চলবে)

*

সংবাদ

মিসরসহ মধ্য প্রাচ্যের বহুস্থানে ভূকম্পন অনুভূত

কায়রো, ৩১শে মার্চ। অদ্য মিসর, ইসরাইল ও মধ্য প্রচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে কয়েক দফা ভূকম্পন অনুভূত হয়। কায়রো ও তেলআবিবের নাগরিকেরা ১৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত ভূকম্পন অনুভব করে। তেল-আবিবের লোকেরা দৌড়াইয়া এয়ার রেইড সেণ্টারে অশ্রয় নেয়।

অদ্য পূর্ব্বাহ্নে সিসিলী দ্বীপেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় গ্রামের লোকেরা দৌড়াইয়া উপকূল এলাকায় গমন করে।

আদ্দিস আবাবা হইতে ২৮০ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে হিনসারদোতে ভূমিকম্প হওয়ার ফলে তিন শত ব্যাক্তি গৃহ হারা হইয়াছে। গত শুক্রবার পশ্চিম তুরস্কের জুরিওতে ৫৩ ব্যাক্তি নিহত ও ৩৫০ জন আহত হয় বলিয়া যানা যায়।

গত শনিবার ইরাণের হিরোয়াবাদে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে ২০টি গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। কায়রোতে ১৫ সেকেণ্ড ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় ৪টি গৃহ ধ্বংসিয়া পড়িয়াছে। শত শত লোক রাস্তায় নামিয়া যায় আসে বলিয়া খবর পাওয়া যায়। পাঁচজন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

ভূমিকম্প সম্পর্কিত দফতর হইলে বলা হয় যে, কায়রো হইতে ১৪০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে মরু অঞ্চলে ভূমিকম্পের সূত্রপাত হয়। এ পি পি/রয়টার

আজাদ, ১৮ই চৈত্র ১৩৭৫

আজার বাইজানের বন্যা ও ভূকম্পনে ২ ব্যক্তি নিহত

তেহরান, ৪ঠা এপ্রিল।

ইরানে উত্তর পশ্চিমে আজারবাইজান প্রদেশে গত ২৪ঘণ্টায় ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড বন্যার ফলে দুই ব্যক্তি নিহত ও দুই সহস্রাধিক গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

আজাদ, ২২শে চৈত্র ১৩৭৫ এ পি পি/রয়টার

বন্যার ফলে মৌসুলে জরুরী অবস্থায় ঘোষনা

মৌসুল (উত্তর এরাক) ৪ঠা এপ্রিল,

উত্তর এরাকের মৌসুল প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষনা হইয়াছে।

তাইগ্রীস নদী হইতে প্রবল বেগে পানি প্রবাহের ফলে মৌসুল শহরের নিকটবর্ত্তী বহু এলাকা প্লাবিত হইয়াছে। মৌসুলের গবর্ণর পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য বন্যার্ত্ত এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন।

আজাদ—২২ শে চৈত্র ১৩৭৫

সর্বজনীনতা ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ঠ্য। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র নর নারী, প্রভূ ভৃত্য, শক্তিমান শক্তিহীন, শাসক শাসিত, প্রাচ্য প্রতীচ্য, ক্রেতা বিক্রেতা, দেশী বিদেশী, স্বামী স্ত্রী, মাতা পিতা, সন্তান সন্ততি, সাবালক নাবালক, সকলের জন্যই ইসলাম সুখ শান্তি ও উন্নতির বাণী আনিয়াছে। "মোসলেহ্ মওউদ"

(১)

রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, হযরত আকদাসের স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল হুযুর রিতিমত মসজিদে মোবারকে খোৎবা দেন এবং নামজ পড়ান। প্রিয় ইমামের স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ূর জন্য সাবাই দোয়া জারী রাখিবেন।

(২)

খোদাতায়ালার ফজলে মজলিসে শূরা সফলতার সহিত সু-সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ধরার কোনে কোনে ইসলাম প্রচার এবং কোরআন মজীদের সহজ ও সুন্দর শিক্ষা পৌঁছিয়ে দেওয়াই শূরার আলোচ্য বিষয়।

(৩)

রাবওয়া, মোকাররম মৌলনা আবদুল হাকিম সাহেব ও মোকাররম মৌলনা মোহাম্মদ শফিক সাহেব ইসলামের প্রচারের জন্য বিদেশে যাত্রা করিয়াছেন। তাহাদের বিদায় উপক্ষে বহু বন্ধু ষ্টেষনে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মানার্থে ওকালতে তবশির এক সম্বধনা সভার আয়োজন করে। তাহাদের কামিয়াবীর জন্য বন্ধুগণ দোয়া করিবেন।

(৪)

জনাব বশির আহ্‌মদ রফিক সাহেব ইসলাম প্রচারে জন্য পরিবার সহ বিদেশে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি পূর্বও বহু বৎসর ইংলণ্ডে ইসলামের সেবা করিয়াছেন।

(৫)

হযরত নওয়াব মোবারকা বেগম সাহেবা বহুদিন হইতে অসুস্থ। তাঁহার রোগমুক্তি ও পূর্ব স্বাস্থ্য লাভের জন্য বন্দুগনের খেদমতে দোয়ার অনুরোধ রইল।

(৬)

মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর সাহেব মারিশাছ হইতে জানাইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র ফজলে তথায় সাফল্যের সাথে ইসলাম প্রচার চলিতেছে। আমাদের স্বল্প অর্থের দ্বারা সেখানে একটি নূতন হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। ইতি পূর্বে স্কুল ও কলেজ খোলা হইয়াছে।

আমাদের লণ্ডন মিশন হইতে মারিশাছের প্রধান মন্ত্রীকে কোরআন মজীদ উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে। খোদ্দাম এবং লাজনাদের পৃথক পৃথক তরবিয়তী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রেডিও এবং টেলিভিশনে ইহার প্রচার হয়। তথায় আহ্‌মদীয়া মাদ্রাসা এবং লাইব্রেরী কায়েম করা হইয়াছে। স্কুলের পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে।

(৭)

সিয়েরালিওন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সেখানে অতি সাফল্যের সহিত ইসলাম প্রচার চলিতেছে।

আমাদের মোবাল্লেগণ রেডিওতে বক্তৃতা করার সুযোগ লাভ করে। ব্যক্তিগত তবলিগ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। লণ্ডনে প্রদত্ত হযরত আকদাসের বক্তৃতা "শান্তি ও সতর্কবানী" বহুল সংখ্যায় প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়। জনাব মৌলানা আবদুস শুকুর সাহেব সু-দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সেখানে সফলতার সাথে ইসলাম প্রচার করে সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন।

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

★

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	” ”
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	” ”
৩।	রসুল প্রেমে	” ”
৪।	ঐশী বিকাশ	” ”
৫।	একটি ভুল সংশোধন	” ”
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	” ”
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	” ”
১০।	মোহাম্মদী মসীহ	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	”
১১।	কলেমা দর্শন	”
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	”
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	”
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	”
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	”
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	”
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	
১৭।	মহা সুসংবাদ	

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী

পূঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়্যাত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.